হবে, যেমন ঃ—(প) এক মাত্রায় ধপমপ কিংবা মপধপ।

(ত) মীড়ের চিহ্নও হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অনুরূপ।

(থ) হিন্দুস্থানী বা আকারমাত্রিক পদ্ধতির অনুরূপে বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে তালের বিভাগ বা (Bar) চিহ্ন দিয়ে পূর্বে বোঝান হতো না। আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ বিভাগের চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে, যেমন ঃ

সম-এর চিহ্ন ১, ফাঁক বা খালির চিহ্ন +, সম বা ফাঁক ছাড়া অন্য বিভাগের তালগুলিকে মাত্রার সংখ্যা দিয়ে বোঝান হয়, যেমন ঃ

১		৩			+		৮		
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না

বিঃ দ্রঃ—বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে ১৬ মাত্রা লয়ের ত্রিতালকে আট মাত্রায় দেখান হয়। লয়ের পরিমাপ বোঝানোর জন্যই এইভাবে তাল লেখা হয়।

ভাতখণ্ডে পদ্ধতি

(ক) ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে কেবলমাত্র সা রে নি এই তিনটিতে 'আ'-কার; 'এ'-কার এবং 'ই'-কার ব্যবহৃত হয়, যেমন ঃ সা রে গ ম প ধ নি।

(খ) ৫টি বিকৃত স্বর নিম্নলিখিত ভাবে লেখা হয় ঃ—

রে, গ্, ম, ধ্, নি।

(গ) মন্দ্র সপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যেমন—

সা রে গ ম প ধ নি।

(ঘ) তার সপ্তকের স্বরসমূহের উপরে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয়, যেমন ঃ

সাঁ রেঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ নি।

(ঙ) সমের চিহ্ন ঃ স্বরের নীচে × চিহ্ন, যেমন—প।

×

(চ) এক মাত্রার চিহ্ন ঃ '—'।

দুটি বা তিনটি স্বর এক মাত্রায় বোঝাতে হলে স্বরগুলির নীচে '‿' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(ছ) শব্দের অবগ্রহের স্থানে 'S' চিহ্ন এবং স্বরের অবগ্রহের স্থানে '—' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(জ) বিভিন্ন প্রকার চিহ্নের ব্যবহার ঃ

মীড়ের চিহ্নের = ⌒ ; তালবিভাগের চিহ্ন =।, ফাঁক বা খালি =০, এক মাত্রায় একত্রে ৪টি স্বর...(প) অর্থাৎ ধপমপ।

(ঝ) কোন স্বর স্পর্শ করে মূল স্বরে আসতে গেলে মূল স্বরের উপর সেই স্পর্শ স্বরটিকে লিখতে হয়, যেমন—

^{ম}প, $^{সা}$রে ইত্যাদি।

আকারমাত্রিক পদ্ধতি

(ক) আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে প্রত্যেকটি স্বরই আ-কার দিয়ে লেখা হয়, যেমন—সা, রা, গা, মা ইত্যাদি। তবে একাধিক স্বর একত্রে থাকলে কেবলমাত্র শেষ স্বরটিতে আ-কার দেওয়া হয়, যেমন—মগা, রসনা ইত্যাদি।

(খ) পাঁচটি বিকৃত স্বর নিম্নলিখিত ভাবে লেখা হয়— ঋ, জ্ঞ, ঙ্গ, দ, ণ।

(গ) স্বরের নীচে হসন্ত' চিহ্ন দ্বারা মন্দ্র সপ্তক বোঝান, যেমন—সা্ রা্ গা্ মা্ পা্ ধা্ না্ এবং স্বরের উপরে 'রেফ্'-এর মত চিহ্ন দিয়ে তার সপ্তকের স্বর বোঝান হয়, যেমন —র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা র্ধা র্না।

(ঘ) স্থায়ী অংশে প্রত্যাবর্তন বা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনে যুগল দণ্ড-চিহ্ন (II) ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) পুনরাবৃত্তির সময়ে সুরের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তার উপরে ছোট করে বন্ধনী [ ] দিয়ে তার মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি লেখা হয়।

(চ) সমের নির্দেশ স্বরের মাথায় '১' বা '২' চিহ্ন দেওয়া থাকে, যেমন ঃ

২ ১

পা অথবা সা।

(ছ) মাত্রার চিহ্ন, যেমন ঃ—১ মাত্রা =।; ½ মাত্রা = ঃ; দুইটি অর্ধমাত্রা, যথা—সরা; দুইটি সিকিমাত্রা, যথা সরঃ; চারটি সিকিমাত্রা, যথা—সরগমা ইত্যাদি।

(জ) অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার চিহ্নের ব্যবহার ঃ—

মীড়ের চিহ্ন ⌒ (স্বরের উপরের) বা (স্বরের নিম্নে), তাল বিভাগের চিহ্ন =। দাঁড়ি।

ফাঁক বা খালি = ০।

অবসানের চিহ্ন = স্বরের মাথায় যুগল দাঁড়ি, যেমন—সা॥

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন = ( ) বক্রবন্ধনী।

স্বরবর্জনের চিহ্ন = { } গুম্ফ বন্ধনী।

(ঝ) শব্দের অবগ্রহের স্থানে '০' চিহ্ন এবং স্বরের অবগ্রহের স্থানে ⊣ চিহ্ন (বাম দিকে হাইফেন) থাকে।

(ঞ) কোন স্বর স্পর্শ করে মূল স্বরে এলে মূল স্বরের উপরে (বাম দিকে) সেই স্পর্শ স্বরটিকে ছোট করে লেখা হয়, যেমন পধা।

মূল স্বরের পরে অন্য স্বরের রেশ লাগালে সেই স্বরটিকে মূল স্বরের উপরে ডান দিকে ছোট করে লেখা হয় যেমন গা।

দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতি

(ক) শুদ্ধ স্বর ঃ স র গ ম প ধ ন।

(খ) কোমল স্বর ঃ স্বরের উপরে ত্রিভুজের মত চিহ্ন (△) দেওয়া হয়, যেমন ঃ